সংবাদ

তারিখ ...2-9-MAY 2008 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে কিছু কথা

উপসম্পাদকীয়

এম আর খায়রুল উমাম

করা না গেলে জাতিকে সুশৃঙ্খল দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব নয়। শিক্ষার অব্যবস্থা ও দুর্নীতি হলো আমাদের দেশে অন্যতম মূল সমস্যা। টিআইবি শিক্ষাক্ষেত্র নিয়ে সমীক্ষা প্রকাশ করে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে দিয়েছে। কিন্তু টিআইবির নাম শুনলে আমাদের ক্ষমতাবানদের রাগ হয়। দেশের উন্নয়নের পথে সমীক্ষাগুলোকে বাধা বিবেচনা করে ক্ষমতাবানরা নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যায় সোচ্চার হয়ে পড়ে। শিক্ষার সঙ্গে কমবেশি সব মানুষের যোগসূত্র আছে। ধনী দরিদ্র সবাই শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত এ সম্পর্কের কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে যা ঘটে তা সাধারণ মানুষের নজরে আসে খুব সহজেই। সরকারি চাপেই হোক বা স্বেচ্ছায় হোক সন্তানদের অক্ষরজ্ঞান দিতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে যেসব বঞ্চনার শিকার হতে হয় তা তারা কীভাবে ভুলে যায়। অরাজকতায় ভরা শিক্ষা ক্ষেত্রে যা দেখা যায় তা উপেক্ষা করে কতটা বা কতক্ষণ নিশ্চুপ থাকা সম্ভব। বর্তমান সময়ে সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। দেশ ও জাতির কল্যাণে কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সাধারণ মানুষ আশার আলো দেখতে চেষ্টা করছে। সরকারকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে সহযোগিতা করছে। জনগণ কামনা করে সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রকে গোঁজামিল ও দুর্নীতিমুক্ত করতে উদ্যোগী হবে। বাংলাদেশে শিক্ষানীতি না থাকার কারণে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা পাল ছেঁড়া নৌকার মতো দিশাহীনভাবে এগিয়ে যেতে চাইছে। সরকারগুলো শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে উদ্বেগ প্রকাশ করে আশু করণীয় বিবেচনায় কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধন এনে এগিয়ে চলার চেষ্টা করে। ব্যক্তি পরিবার সমাজ-রাষ্ট্রের সব উদ্যোগ মাঝ পথে হারিয়ে যাচ্ছে। পরিকল্পনাহীন যাত্রা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গিনিপিগের মতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা সহ্য করে দ্রুত রসাতলের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। স্বপ্ন পাওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে নিরাময় সম্ভব হলে মানুষের জীবন অনেক সহজ হয়ে যেতে পারত।

শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কিছু চিন্তা করতে চাইলে প্রথমে নজর দেয়া প্রয়োজন বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের দিকে। বিদ্যালয় পরিচালনার প্রাণভোমরা এই পর্ষদ। এই পর্ষদের সম্মানিত সদস্য হওয়ার জন্য যত উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায় তার একভাগও দেখতে পাওয়া যায় না বিদ্যালয় বা শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে। রাজধানী বা জেলা শহরের কিছু বিখ্যাত বিদ্যালয়ের কথা বাদ দিয়ে অন্য সব বিদ্যালয়ের জন্য কথার সত্যতা যাচাই করে দেখা যেতে পারে। পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সন্তানরা সাধারণত ওই বিদ্যালয়ে পড়ে না। কোন দরিদ্র ছাত্রের অভিভাবক সেজে নির্বাচনে অংশ নেয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। একজন সদস্য যে বিদ্যালয়ে নিজের সন্তানকে পড়াতে চান না, সেই বিদ্যালয়ের কল্যাণে তিনি কীভাবে নিবেদিত হতে পারেন? সরকারের মনোনীত সদস্যদের ক্ষেত্রে দেখা যায় শিক্ষা অনুরাগের চাইতে রাজনৈতিক অনুরাগ বা মোসাহেবি অনুরাগকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। জনপ্রতিনিধিরাও, নিজ কর্তৃত্ব বহাল রাখায় নিবেদিত। শিক্ষায় উন্নয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, ইত্যাদির চেয়ে পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে নিজেকে শিক্ষানুরাগী প্রমাণের প্রতিযোগিতায় ব্রতী। ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র পরিচালনা পর্ষদের মধ্যে ট্যাগ-অফ-ওয়ার নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়। যোগ্যতাহীন এই মানুষগুলোর জন্য শিক্ষার মূল লক্ষ্য ব্যাহত হয়। বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের প্রধান হিসেবে রাজনৈতিক সরকার দলীয় লোক মনোয়ন দিয়ে থাকে আর অন্য সময় সরকার প্রশাসনের কর্তা-ব্যক্তিদের দায়িত্ব দিয়ে থাকে। একজন ডিসি বা একজন ইউএনও কতগুলো বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের প্রধানের দায়িত্ব পালন করতে পারেন? কয়েকদিন আগে ভোরের কাগজে পড়েছিলাম একজন ইউএনও ৭৭টা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। তাহলে একজন ডিসির অবস্থা কি? এমন তালগোল পাকানো পরিচালনা পর্ষদ দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়ন কীভাবে হতে পারে তা বিচার বিশ্লেষণ করার খুব একটা প্রয়োজন পড়ে না। শিক্ষা ক্ষেত্রে গোঁজামিল, অব্যবস্থা ও দুর্নীতির প্রথম সোপান বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ।

সরকারের নির্ধারিত বই সিংহভাগ বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদকে খুশি করতে পারবে না। মোটামুটি সক্ষম বিদ্যালয়গুলোতে প্রত্যেক শ্রেণীতে অতিরিক্ত বই পড়ানোর ব্যবস্থা কার্যকর আছে। বই ব্যবসায়ীরা নিম্নমানের বই নিয়ে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ফেরি করে বেড়ায় আর কমিশনের ওপর নির্ভর করে এসব বই শিক্ষার্থীর জন্য নির্বাচন করা হয়ে থাকে। ২০০৮ সালে যশোর ইনস্টিটিউট প্রাথমিক বিদ্যালয়, যা অর্ধেক সরকারি আর অর্ধেক বেসরকারি, বই নির্বাচন নিয়ে এক ন্যক্কারজনক ঘটনার জন্ম হয়েছে। একটা ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত কর্মকর্তারা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিম্নমানের বই নির্বাচনের মাধ্যমে মোটা অঙ্কের অর্থ গ্রহণ করে সমালোচনার মুখে পড়ে। একটা শতবর্ষী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় সরকারি মডেল স্কুলে এমন ঘটনা ঘটতে পারে তাহলে সারাদেশে বই নির্বাচনের নামে কি ঘটে চলেছে তা সহজে অনুমান করা যেতে পারে। মানসম্মত শিক্ষার জন্য সরকার নির্ধারিত বই কি যথেষ্ট নয়? শিক্ষার্থীদের যদি আরও বই পড়ানোর প্রয়োজন থাকে তবে তা নির্বাচনের দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। সরকার মাঠ ফাঁকা রেখে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি করে দিলে শিক্ষা ব্যবস্থায় অরাজকতা দূর করা কঠিন কাজ হবে। যেসব অতিরিক্ত প্রয়োজন এবং সরকার সরবরাহে অক্ষম তার বিষয়ভিত্তিক উপজেলাওয়ারী ৫টা করে বই নির্ধারণ করে দেয়া সম্ভব হলে অন্তত মান নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। প্রাথমিকভাবে মান নিয়ন্ত্রণ করা গেলে পরে বাণিজ্য বন্ধের পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনামূল্যে বই সরবরাহ আর একটি

সারাদেশে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনের অর্ধেক ব
সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বিদ্যালয়গুলোতে
বেশি বই প্রাপ্তির একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়
একটা শিশুর জন্য নতুন বই উৎসাহব্যঞ্জক হও
সত্ত্বেও পুরো একসেট নতুন বই শিক্ষার্থীর হাতে
তুলে দেয়ার কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় না। একা
নতুন বই সারা বছর ব্যবহারের পর যে অবস্থা
সৃষ্টি হয় তা অন্য এক শিশুকে পড়ার জন্য দিতে
শিক্ষকরা লজ্জায় পড়ে যায়। সরকার সব শিশু
জন্য প্রয়োজনীয় নতুন বই সরবরাহ কর
উদ্যোগ নিলে ঝরে পড়ার হার কমতে পারে
শিক্ষার মান উন্নত হতে পারে। একজন শিশুকে
উৎসাহিত করার জন্য নতুন বিদ্যালয়ে
পরিবেশে, নতুন শ্রেণীর নতুন বন্ধুদের সা
নতুন বই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে বাধ্য
। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান নিয়ামক শিক্ষ
নিয়োগে চরম অবস্থা ও দুর্নীতি রয়েছে। অ
বাণিজ্যের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রভাব শিক্ষ
নিয়োগকে শিক্ষা ব্যবস্থার চাকা উল্টো দি
নিয়ে চলেছে। আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যাল
থেকে শুরু করে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষ
নিয়োগে গোঁজামিল বিদ্যমান। আমাদের দেশে
মেধাবী ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ
নিজেদের কর্মক্ষেত্র ছেড়ে প্রশাসনে ক্যারিয়
গড়তে চায়। প্রশাসক হওয়ার সুযোগ পে
কাস্টম সার্ভিসে নিজেকে নিয়োজিত করতে চা
কিন্তু কেউ শিক্ষক হিসেবে জাতির সেবা কর
চায় না। কোন স্থানে কিছু একটা ব্যবস্থা করা
গেলে তখনই শিক্ষক হিসেবে নাম লেখায়। ফা
শিক্ষকতা অন্য আর পাঁচটা চাকরির মতে
একটা পেশায় পরিণত হয়েছে। ২/১০ জন যা
সৎ শিক্ষকতা করতে চায়, তারা চাকরিজী
শিক্ষকদের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার পথে।
শিক্ষক ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন আকাশকু
ভাবনা। এই ব্যবস্থায় শিক্ষকরা নায়ক। ভ
বাণিজ্যে সংগৃহীত শিক্ষক নিজে বাণি
নিয়োজিত হবে এবং রাজনৈতিক প্রভা
সংগৃহীত শিক্ষক দলীয় রাজনীতিতে নিবেদি
হবে এটাই স্বাভাবিক। বর্তমান শিক্ষা ক্ষেত্রে এ
ঘটনায় ঘটছে। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়
এগুলোকে পরিহার করে মেধার মূল্যায়ন করা
গেলে উন্নয়ন সোনার হরিণ হবে। শিক্ষক
অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হ
শিক্ষকদের জন্য বিশেষ বেতনক্রম চালু ক
বিষয়টা সরকারের বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সব
খারাপ অবস্থায় আছে প্রাথমিক শিক্ষা। এক
শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনের ভিত্তিমূল অবহে
শিকার। এখানে শিক্ষক, শিক্ষার পরিবে
শিক্ষার উপকরণ, সবকিছুর মধ্যে সরকা
দীনতা ফুটে আছে। গ্রামবাংলার প্রাথমি
বিদ্যালয়ের দিকে তাকালে মনে হয় মহাক
এখানে এসে হারিয়ে গেছে। তবে এ ব্যবস্থ

কৃষকদের মধ্যে ধান বিতরণ

প্রতিনিধি, মোরেলগঞ্জ (বাগে

সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গত কৃষকদে
সকালে মোরেলগঞ্জ উপজেলা
অধিদপ্তরের উদ্যোগে খাউ
কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এব
পরিবারের মধ্যে কৃষি পুনর্বা
আওতায় বীজ বিতরণ করা
কৃষকদের মধ্যে মৌসুম খরিপ-
বীজ উচ্চ ফলনশীল আউশ ধা
(গাজী) ফলন বীজ প্রতি
জনপ্রতি ৫ কেজি করে ধান
করেন। ইউপি চেয়ারম্যান আ
খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্র
বক্তব্য রাখেন বাগেরহাট জেল
জেলা পুনর্বাসন কমিটির সভ
ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছি
নির্বাহী কর্মকর্তা কৃষ্ণকাও বিশ্
কৃষি কর্মকর্তা অরবিন্দু বিশ্
মধ্যে থেকে বক্তব্য রাখেন উপ
এ কে এম হেমায়েত উদ্দিন
পরিচালনা করেন উপ-সহ
সংরক্ষণ কর্মকর্তা মো. মেজবা

মিঠামইনে চল তোলার কা

প্রতিনিধি, কিশোরগঞ্জ

জেলার মিঠামইন উপজে
নিবন্ধনের কাজ শেষ হয়েছে।
শুরু হয়েছে ছবি তোলার কাজ।
২০ মে পর্যন্ত উপজেলার
ভোটারের নিবন্ধন সম্পন্ন হয়ে
হাজার ৯২৩ জনের নিবন্ধন কর
মধ্যে পুরুষ ২৮ হাজার ২০৪ জ
২৯ হাজার ৭১৯ জন। গত শুক্র
বন্দরে তমিজা খাতুন বালিকা
ছবি তোলার কাজ উদ্বোধন ক
নির্বাহী কর্মকর্তা কুমার বিশ্বা
শহীদুল ইসলাম। আগামী ২৯
ছবি তোলার কাজ। উপজেলা
সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়।

সেনবাগে অবাধ্য ছেলেকে থানায়

প্রতিনিধি, সেনবাগ (নোয়াখা

নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলা
গ্রামের হাফেজ মো. ওমর ফারু
এক অবাধ্য ছেলেকে গত শুক্র
পুলিশে সোপর্দ করেছেন তার
আবুল কাশেম। এ ঘটনায় এল
সৃষ্টি হয়েছে।

ফারুকের পিতা মাওলানা
জানান, তার ছেলে পবিত্র কো
হয়েও দীর্ঘদিন ধরে নানা
কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছে। তিনি
চেষ্টা করেও তাকে সঠিক পথে
অবশেষে স্থানীয় লোকজনের স
করে থানায় সোপর্দ করেছেন।